

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সপ্তবর্ণা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

| | |
|----------|--|
| জন্মভূমি | — জন্মস্থান, মাতৃভূমি, স্বদেশ। |
| বাঙলা | — এখানে বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছে। |
| কাজল | — অগ্নন, কাজলের মতো বর্ণবিশিষ্ট। |
| আঁচল | — বস্ত্রের প্রান্তভাগ। |
| বুকে | — বক্ষঃস্থলে, অন্তরে, হৃদয়ে। |
| নূপুর | — ঘুড়ুর, মঞ্জির, পায়ের অলঙ্কারবিশেষ। |
| খোঁপা | — কবরী, নারীদের কেশবন্ধন পদ্ধতিবিশেষ। |
| গন্ধ | — বাস, ঘ্রাণ। |
| ক্লান্ত | — অতিশয় শ্রান্ত, পরিশ্রান্ত, অবসন্ন, অবসাদগ্রস্ত। |
| কামার | — কর্মকার, যে কারিগর লোহার জিনিস গড়ে। |

| | |
|----------|---|
| কুমোর | — কুমার, কুড়কার, যে মাটির পাত্র পুতুল ইত্যাদি নির্মাণ করে। |
| জেলে | — মৎস্যজীবী, ধীবর। |
| চাষী | — কৃষক, কৃষিজীবী, যে কৃষি কাজ করে। |
| বাউল | — ধর্ম বা সাধক সম্প্রদায়বিশেষ, একটি গায়ক সম্প্রদায়। |
| মাঝি | — নৌকা চালক, কর্ণধার, নৌকা চালনাকারী। |
| ঘর-উদাসী | — গেরম্বালী কাজে উদাসীন ব্যক্তি। |
| নিত্য | — প্রত্যহ, অহরহ, সর্বদা, সতত। |
| দণ্ড | — দমন, শাসন, গচ্ছা, জরিমানা, খেসারত। |
| উপড়ে | — উৎপাটিত করে, উন্মূলিত করে। |
| বুলেট | — বন্দুকের গুলি। |
| ফাঁসি | — গলায় ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যুদণ্ড, এখানে পাকিস্তানি দুঃশাসনের ফাঁসির কথা বোঝানো হয়েছে। |
| ধূপ | — সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ বা তার বাতি। |
| সরোজিনী | — পঙ্কজ, শতদল, কমল, পদ্ম, উৎপল। |

বানান সতর্কতা (যেসব শব্দের বানান ভুল হতে পারে)

জননী, জন্মভূমি, পুণ্যবতী, ভাগ্যবতী, কাজল, তৃণ, আঁচল, ধুলো, নূপুর, সন্ধ্যা, শিশির, খোঁপা, গন্ধ, তন্দ্রা, ক্লান্ত, ভেজে, কুমোর, উদাসী, নিত্য, মরণ-মারের, দণ্ড, কোণ, দুর্ভাগিনী, নকশা, ঝাঁপিয়ে, ভয়ঙ্কর, দুর্বিপাক, ফাঁসি, ধূপ, সরোজিনী, চিত্তভূমি।

কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান



শিক্ষকের সহায়তায় নিজে করি

ক ▶ দেশপ্রেমমূলক কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন কর।
(দলগত কাজ) ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৯২

উত্তর : ছুলে বন্ধুদের কাছে দেশপ্রেমমূলক কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠান আয়োজন করার কথা উপস্থাপন কর। এ বিষয়ে তোমার শ্রেণিশিক্ষকের সাহায্য নিতে পার।

করণীয় :

- ১। প্রথমে বন্ধুদের সাথে অনুষ্ঠান বিষয়ে আলোচনা করে অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ করবে।
- ২। টিফিনের সময় অথবা প্রথম পিরিয়ডের আগে প্রতিটি শ্রেণিতে গিয়ে অনুষ্ঠানের কথা জানাবে।
- ৩। যারা কবিতা আবৃত্তি করতে আগ্রহী তাদের নাম নিবন্ধন করবে।
- ৪। শ্রেণিশিক্ষকের সাহায্যে নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে।

খ ▶ পূর্ববর্তী কোনো শ্রেণিতে পড়া তোমার ভালো লাগা কোনো স্বদেশপ্রেমের কবিতা সম্বন্ধে তোমার অনুভূতি লেখ।

● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৯২

উত্তর : আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'জন্মভূমি' নামক কবিতাটি পড়েছিলাম। এই কবিতাটি পড়ে আমার মধ্যে স্বদেশের প্রতি এক অন্যরকম অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আমার মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিতায় বাংলা-মায়ের অপূর্ব রূপসৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। কবি এই বাংলা-মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে নিজের জন্মকে সার্থক মনে করেছেন। কবি এ দেশের আলো-ছায়া-ফুলে নিজের হৃদয় জুড়িয়ে নেন। কবি এ দেশের মাটিতেই মৃত্যুবরণ করতে চান। কবির এই আকৃতি আমারও হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। আমিও কবির মতো বাংলা-মাকে ভালোবাসি। এই মায়ের কোলে মাথা রেখেই মরতে চাই।



অনুশীলন



সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ কবিতার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি— এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি ছুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ডরাট কর :

১. মায়ের আঁচল কোণে কী লেগে আছে?
ক) বকুল যুথীর গন্ধ খ) কামা ফুলের নকশা
গ) ছেলের বুকের খুন ঘ) সবুজ তৃণ
২. 'গরবিনী মা-জননী' কবিতায় 'দুর্ভাগিনী মেয়ে' বলে কাদের বোঝানো হয়েছে?
ক) বাংলার অবহেলিত মেয়েদের খ) বাংলার গ্রামীণ মেয়েদের
গ) দুর্ভাগ্য জর্জরিত মেয়েদের ঘ) যুগ্মে ক্ষতিগ্রস্ত মেয়েদের
৩. আমরা অপমান সহিব না
ভীরুর মত ঘরের কোণে রইব না
আমরা আকাশ হতে বহু হয়ে ঝরতে জানি
তোমার ডয় নেই মা
আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।

উদ্দীপকের চেতনা নিচের যে চরণে বিদ্যমান—

- ক) কার ছেলেরা নিত্য হাজার
মরণ-মারের দণ্ড গোনে
- খ) ছেলের বুকের খুন ছোপানো
কোন জননীর আঁচল কোণে
- গ) মায়ের নামে ঝাঁপিয়ে পড়ে
ভয়ঙ্করের দুর্বিপাকে
- ঘ) দুখের ধূপে সুখ পুড়িয়ে
কার ছেলে মুখ উজ্জল রাখে
৪. এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতার আনল যারা
আমরা তোমাদের ড়াব না।
— উদ্দীপকে 'গরবিনী মা-জননী' কবিতায় উল্লিখিত বাঙালি সন্তানের কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে?
ক) সংগ্রামের খ) গর্বের
গ) প্রতিবাদের ঘ) আত্মত্যাগের

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ মা দিবসে রত্নগর্ভা স্বীকৃত মায়াদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাহেদা বেগমের বড় ছেলে সাজিদ অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন— আমাদের মা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মা। আমরা পিঠাপিঠি পাঁচ ভাই-বোন যখন খুব ছোট, তখনই বাবাকে হারালাম। মাকে কখনো ডেঙে পড়তে দেখিনি। দুঃখ-দারিদ্র্য-অভাব আমাদের নিত্য সঙ্গী ছিল। মা সব সময় আমাদেরকে খুশি রেখে, পড়াশুনা শিখিয়ে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তোমাকে শত সালাম 'মা'। তোমার মুখের হাসির জন্য আমরা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

- ক. সন্ধ্যা দুপুর মার পায়ে কী বাজে? ১
খ. 'রক্তে ধোওয়া সরোজিনী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. সাজিদের মাধ্যমে 'গরবিনী মা-জননী' কবিতার কোন বিশেষ দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'গরবিনী মা-জননী' কবিতার বক্তব্য একই ধারায় প্রবাহিত"— বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. সন্ধ্যা দুপুর মায়ের পায়ে ধুলোর নূপুর বাজে।
খ. 'রক্তে ধোওয়া সরোজিনী' বলতে রক্তমাত বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছে।
গ. 'গরবিনী মা-জননী' কবিতায় কবি বাংলাদেশকে কমুনীয় পন্থের সাথে তুলনা করেছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশ ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তে মাত হয়। কবি সেই কথা স্মরণ করেই বলেছেন যে, বাংলাদেশ সেই মা সেই গরবিনী, যে রক্তে ধোওয়া।
ঘ. সাজিদের মাধ্যমে 'গরবিনী মা-জননী' কবিতার যে বিশেষ দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা হলো— জন্মভূমির প্রয়োজনে বাংলা-মায়ের বীর সন্তানদের যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করার মানসিকতা।

সৃজনশীল অংশ

কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি

৬০ মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকের বিষয় : দেশমাতাকে রক্ষা করার দৃষ্ট শপথ।

প্রশ্ন ২ মাগো ভাবনা কেন

আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে
তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি
তোমার ভয় নেই মা
আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।

[তথ্যসূত্র : দেশাত্মবোধক গান— গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার]

- ক. 'পুণ্যবতী' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. কাকে পুণ্যবতী বলা হয়েছে, কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের 'শান্তি প্রিয় শান্ত ছেলে'র সঙ্গে 'গরবিনী মা-জননী' কবিতার কার মিল রয়েছে? ৩
ঘ. উদ্দীপকের মা 'গরবিনী মা-জননী' কবিতার মায়ের মতো ভাগ্যবতী— তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. 'পুণ্যবতী' শব্দের অর্থ পুণ্য বা ভালো কাজ করেন এমন নারী।
খ. বাংলা মাকে পুণ্যবতী বলা হয়েছে।
গ. বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং এদেশের প্রতি মানুষের ভালোবাসা দেখে, তাকে পুণ্যবতী বলা হয়েছে। কারণ এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা আর অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে হয় না। এদেশের ফুলের গন্ধ, শিশিরের শুভ্রতা, নদী এবং তার চারপাশের সবুজের শ্যামলিমা আর অন্য কোথাও নেই। তার চেয়েও বড় বিষয়, দেশের দুর্দিনে এ দেশের দামাল ছেলেরা নির্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশমাতাকে রক্ষা করার জন্য। এ দেশের ছেলেরা মায়ের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের মৃত্যুর প্রহর

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন পরাধীনতার নাগপাশে বন্দি থেকেছে। আর বাংলার বীর সন্তানরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বাংলা মাকে মুক্ত করার জন্য লড়াই সংগ্রাম করেছে।

উদ্দীপকের সাজিদ তার মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। কেননা সাজিদের পিতার মৃত্যু হলেও সাজিদের মাতা তাদের মানুষের মতো মানুষ করেছেন। সাজিদ মায়ের জন্য তাই যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। 'গরবিনী মা-জননী' কবিতায়ও বাংলা মায়ের কোলে বেড়ে ওঠা সন্তানরা বাংলা মায়ের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। বাংলা মাকে মুক্ত করতে তারা বুলেট, ফাঁসি, কারা সবকিছু উপেক্ষা করে। প্রয়োজনে জীবন বাজি রাখতেও পিছপা হয় না। তাই সাজিদের মধ্যে 'গরবিনী মা-জননী' কবিতার যে বিশেষ দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা হলো জন্মভূমির প্রয়োজনে বাংলা-মায়ের বীর সন্তানদের যেকোনো ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা।

প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'গরবিনী মা-জননী' কবিতার বক্তব্য একই ধারায় প্রবাহিত— মন্তব্যটি যথার্থ।

জন্মভূমি ও জননী একই। জননী যেমন সন্তানকে লালন-পালন করেন তেমনি জন্মভূমিও মেহ-ছায়া-মায়া-আলো-বাতাস দিয়ে মানব সন্তানকে বড় করে তোলেন। তাই সচেতন নাগরিকের কাছে জননী ও জন্মভূমি দুই-ই সমান।

উদ্দীপকের সাজিদের মা শত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও সন্তানদের বড় করে তুলেছেন, মানুষ করেছেন। সন্তানদের পালন করার জন্য তিনি দুঃখ-দারিদ্র্য স্বীকার করেছেন। তাই সাজিদও মায়ের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। অন্যদিকে 'গরবিনী মা-জননী' কবিতায় বাংলা-মায়ের কথা বলা হয়েছে, যে মায়ের কোলে সব রকম মানুষের বাস। বাংলা মা তার আলো-বাতাস দিয়ে বাংলার মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। তাই বাংলা-মায়ের দুর্দিনে তার সন্তানরাও তাকে রক্ষা করতে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

উদ্দীপক ও 'গরবিনী মা-জননী' কবিতার প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উভয় জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে সন্তানের প্রতি মায়ের মেহ-ভালোবাসা আর মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য। তাই প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যথার্থ।

গোনে। কেবল এদেশের মানুষের মাঝেই এমন সাহসিকতা ও ভালোবাসা দেখা যায়। প্রকৃতির এমন সৌন্দর্য কেবল এ দেশের মাঝেই দেখা যায়। এ কারণেই কবি দেশমাতাকে পুণ্যবতী বলেছেন।

উদ্দীপকের 'শান্তি প্রিয় শান্ত ছেলে'র সঙ্গে 'গরবিনী মা-জননী' কবিতার মা-নাম-ডাকা পাগল ছেলের মিল রয়েছে।

মাতৃভূমি আমাদের কাছে মায়ের মতো। মাকে যেমন আমরা অনেক ভালোবেসে আগলে রাখি; তেমনি জন্মভূমিকেও রাখি। মাকে ভালোবেসে তাঁর জন্য সব করতে যেভাবে প্রস্তুত থাকি, দেশের জন্যও তাই করি। কারণ দেশে জন্মলাভ করে আমরা এর মাঝেই বেড়ে উঠি। তাই দেশও আমাদের মা।

উদ্দীপকে শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলেরা মাকে চিত্তামুগ্ধ থাকতে বলেছেন। কারণ শত্রু এলে তারা অস্ত্র হাতে তাদের প্রতিরোধ করবেন। উদ্দীপকে মূলত দেশের দুঃসময়ে দেশপ্রেমিকের শত্রুকে মোকাবিলা করার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। দেশের বিপদে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তা প্রতিহত করতে। 'গরবিনী মা-জননী' কবিতায়ও মায়ের জন্য পাগল ছেলেরা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের দেশের দামাল ছেলেরাও দেশের জন্য শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। শাসকদের বুলেটের শাসন উপড়ে ফেলেছিলেন তারা। নিজেদের জীবন বাজি রেখে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন এদেশের সাহসী ছেলেরা। তাই তাদের মায়ের নামে পাগল ছেলে বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ কারণেই বলা যায় যে উদ্দীপকের 'শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে'র সঙ্গে 'গরবিনী মা-জননী' কবিতার মা-নাম-ডাকা পাগল ছেলের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকের মা 'গরবিনী মা-জননী' কবিতার মায়ের মতো ভাগ্যবতী— মন্তব্যটি যথার্থ।

মায়ের ঋণ যেমন কেউ শোধ করতে পারে না, জন্মভূমির ঋণও তেমনি কেউ শোধ করতে পারে না। মায়ের সুখের জন্য এবং মাকে